বালিঘড়ি

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

ঝিমিয়ে এসেছে বিকেল। প্রতীক হাতের গ্লাসটা খুব যত্নে রাখল সুদৃশ্য টেবিলটায়। এই মহার্ঘ্য রেঁস্তোরায় তারা আর অপরিচিত নয় অনেকদিন। পাশাপাশি বসার নরম সোফাকোচে তারা বসে, পানীয় নিয়ে মশগুল হতে থাকে, অন্ধকার গাঢ় হয়, গাঢ় হয় আরও অনেককিছুই। দেবারতিকে বাড়ি পৌঁছে সে ফেরে উল্টো পথ ধরে। একা। সম্পর্কের বয়েস গুনতে জানে না প্রতীক। তাই তাদের সম্পর্কের আয়ুকাল নক্ষত্রের কাছে জমা থাকে। স্বাতী তো বোধহয় একটা নক্ষত্রেরই নাম ! স্বাতীর অন্য কোনো একটা নাম ঝিনুকে করে রাখা আছে প্রতীকে ! প্রায় প্রতিদিন বাড়ি ফেরার এই একা পথটায় সে একটা বালি ঘড়ির নির্জন শব্দ শুনতে পায় ।দেবারতির সঙ্গে আলাপ হওয়ার অনেক আগেই বালি ঘড়িটার হদিস দিয়েছিল মেয়েটা... নাক্ষত্র মেয়েটা! যেন বহুকাল আগের কথার দেশ থেকে একটা মুহূর্ত টুপ্ করে ঝরে পড়ে সেই বালি কণায়। ঠিক অভ্যাস নয়, তবু সে হাতে তুলে নেয় মুঠোফোনটা! নাহ্, নতুন কিছুই দেখার নেই। তার দুঃসম্পর্কের সংসারের মুখর কিছু প্রাত্যহিক লিপি চৌখুপিতে উঁকি দেয়। থরে থরে বার্তা সাজানো থাকে নানা চৌখুপিতে। সবাই তাকে ডাকছে! ... প্রেমে... শরীরে... পানীয়ে... বন্ধুত্বে... সদালাপে...! সে নিরুত্তর। সেটাই তার ধর্ম, আবার বর্মও বটে ।

অতি বড়ো ধার্মিকও পদস্খলনের গোপন ইচ্ছা রাখে বোধহয়। মোবাইলের সাদাটে নীল আলোয় দৈবাৎ দেখা দেয় একটা সাবধানী 'মিস কল্'! কল্ ধরা যাবে না বলেই পলাশের লাল রঙ মেখে 'মিস কল' হয়ে যেতে দেখে সে একটা টুপ্ করে ঝরে পড়া মুহূর্তকে। ঝিমিয়ে আসা বিকেলের রাতগুলো যেন বহুযুগ ধরে অপেক্ষা করে থাকে। দেবারতির সামনে ফোন ধরা যায়, সব ফোন ধরা যায় না। আর এই পানসি ভাসানো কলটা তো ধরা যাবেই না! তার অতীত দলিলের দখলদারিতে চোখ পড়েছে দেবারতির, আজও পড়ে...কোনো লুকিয়ে থাকা শরিক ভাগ চাইতে এলো কিনা! দেবারতির কষ্ট-অভিমান- ক্রোধ ছাপিয়ে তার নিজের একটা অচেনা ভয় মিলেমিশে আছে ওই ভাসিয়ে দেওয়া কলটায় ।স্বাতী তার কোনো দলিলে নেই , খারিজনামায় আছে। প্রত্যাখ্যানে দেবারতির আগ্রহ নেই, আর ঠিক সেইখানেই নক্ষত্র - সত্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বাতী ! দেবারতির মামাতো দাদার বাড়িতে আশ্রয়ে থাকত একটা ব্রহ্মান্ড বিচ্যুত নক্ষত্র! এক বালিঘড়ি ছাড়া তার খবর কেউ রাখত না। সেও কি রাখত না? তবে কেন অকারণ চোখ প্রতারণা করত বার-বার? দৃষ্টির একটা আলাদা প্রতিসরণ কোণ আছে... চোখ খুঁজে নিত আরেকটা চোখকে। তবু স্বাতী নিজেকে খারিজেই রেখে দিল। প্রতীক জানে কোনো কোনো খারিজ আজীবন মাসুল গোনে... সেও গোনে। কখনো অফিসে থাকাকালীন ফোনটা ধরে,

--- " ব্যস্ত আছ? একটা ঠিকানা বলে দিতে পারবে?"

বক্তা - শ্রোতা কেউ কোনোদিন সেই ঠিকানায় পৌঁছাবে না, জেনেও বক্তা ঠিকানা জিজ্ঞেস করে, শ্রোতা নিরাপদ শব্দে ঠিকানা বলে যায়। না বললেও হয়,তবু বলে। একটা চায়ের কাপে চলকানো মুহূর্তে এই বালি ঘড়ি তার প্রথম গণনা শুরু করেছিল, স্বাতীকে তার গোপন আবিষ্কার বলে মনে হয়, নাম দিয়েছে ' বালি ঘড়ি ' । একটা হাত ধোয়ার মগের জলে বালি ঘড়ি শুনিয়েছিল তার প্রথম স্পন্দন।

--- " মৌরী খাবে? " উচ্চারণটা ডুবে যেত তাকাতে না পারার লজ্জায়। যে তাকিয়েছিল তারও ভীষণ লজ্জা, খামোখা কিছু লজ্জা অনেক গল্পকে ছাড়পত্র হয়ত দেয় না, তবে ঝিনুকে রাখার মুহূর্তগুলো বড়ও যত্নে দেয় ।

এমনিতে প্রতীকের এই বালি ঘড়ি প্রায় নির্বাক। নরম সোফায় দেবারতির কোমড় ঘেঁষে তার হাতে ভুল ঠিকানায় এক-আধদিন বেজে ওঠে মোবাইল। মুহূর্তকালের পাপবোধকে কোনো এক কৃষ্ণচূড়ার নীচে জমা রেখে সে ফোন কেটে দেয়। সেইসব দিনে তার বড়ও তাল কাটে। আদরে ডুব দিয়েও একটা ভুল ঠিকানায় নিঃশ্বাস ফিরে পায় ও। বেঘোরে এক-আধদিন সে কল্ ব্যাক করে...

" আরে! কী ব্যাপার? কেমন আছ?"...

তাদের এই আধুলির গল্প দৈবাৎ হয়। নক্ষত্রের মাটির ভাঁড়ে আধুলির পুঁজি জমে।

সারাটাক্ষন নয়, অফিসের ব্যস্ততায়, ভীড় বাসে, বই মেলায় সে স্পষ্ট শোনে বালি ঘড়ি উল্টে গিয়ে তারই সময় গুনছে । কতই বা বয়েস! মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করছে। সে সাড়া দেয় না।

মহার্ঘ্য টেবিলে যেদিন একলা বসে প্রতীক, মোবাইলে নাম্বারটার কাছে পৌছায়... কল্ করা হয় না। কতবার তার নাম্বারে পৌঁছেও তো কল্ করতে পারে না মেয়েটা! নাক্ষত্র মেয়েটা তাকে বসন্তবৌরির পালক পাঠায়, সে জমিয়ে রাখে। প্রেম নাকি জমা রাখা যায় না! বালি ঘড়ি বলে" তারা আলবাত জানে, ' একটা না- হওয়া সম্পর্কে ' সাড়া দিতে নেই, সাড়া পাওয়া যায়!"...